রোগীকল্যাণ বার্তা

চতুর্থবর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, জানুয়ারি ২০২৬ডড গ্তৎঔঠখঞঁয়ঔব ীকড়কভ, ৃঔীশঔভঔঁ ীড়ঔ৷ প্তীসঔ এ্ঔঢ়ঃঔূঁ, ণ্ঠক্ষঔড় প্তড়কপচঞঁ এচাঁ, ৃঔীশঔবঁ | www.rksbd.com

শুভেচ্ছা বাণী

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদফতরের কল্যাণমূলক বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম অন্যতম। হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যালয়াধীন "রোগীকল্যাণ সমিতি" চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আগত অস্বচ্ছল রোগীদের একমাত্র ঠিকানা। এ সমিতি ১৯৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের বার্ষিক এককালীন অনুদানের পাশাপাশি চট্টগ্রামের সনামধন্য বিভিন্ন শিল্পগ্রুপ, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গসহ সকলস্তরের মানুষের আর্থিক সহায়তা, দান-অনুদান, যাকাত প্রভৃতির মাধ্যমে এই সমিতির তহবিল গঠিত হয়। আর গঠিত এই তহবিলের শতভাগই ব্যয় হয় রোগীদের সহায়তায়। অস্বচ্ছল রোগীদের ঔষধ, পথ্য, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সহায়ক যন্ত্রপাতি, কাপড়-চোপড়, শীতবস্ত্র প্রভৃতি ব্যয়ে রোগীকল্যাণ সমিতিকে প্রতিবছর গড়ে দুই কোটি টাকারও বেশি ব্যয় করতে হয়। কিন্তু রোগীদের বার্ষিক চাহিদার পরিমাণ অনুমানিক ছয় কোটি টাকার বেশি এবং এই চাহিদা ক্রমবর্ধমান। রোগীকল্যাণ সমিতি তার সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে প্রায় ষাট হাজার রোগীকে সেবা প্রদান করেছে। সবার সহযোগিতায় এই সেবার পরিধি আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করছি। সমাজের সকল দানশীল ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠানকে দরিদ্র রোগীদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি।

এ সমিতির কার্যক্রম সকলের মাঝে ব্যাপক প্রচারের লক্ষ্যে সমিতির নিউজলেটার "রোগীকল্যাণ বার্তা" র ৪র্থ সংখ্যা প্রকাশনার সাথে যুক্ত সকলকে রোগীকল্যাণ সমিতি ও আমার পক্ষ হতে মোবারকবাদ জানাচ্ছি। মহান আল্লাহ্ আমাদের সহায় হোন। আমীন।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ তসলিম উদ্দীন
সভাপতি, রোগীকল্যাণ সমিতি
ও
পরিচালক, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে রোগীকল্যাণ সমিতি হতে সহায়তা পেল ৫৭,৮৮০ জন রোগী

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এতদ অঞ্চলের একমাত্র টারশিয়ারি লেভেল হাসপাতাল। এ হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসেন বৃহত্তর চট্টগ্রাম, পার্বত্য তিন জেলা, ফেনী, কক্সবাজারসহ বিভিন্ন জেলার রোগীরা। চিকিৎসা নিতে আসা রোগিদের অধিকাংশই হতদরিদ্র শ্রেণির। চিকিৎসা ব্যয় অস্বাভাবিক হারে বেড়ে যাওয়ায় এসকল হতদরিদ্র রোগী চিকিৎসা নিতে গিয়ে পড়ে যান নানা রকমের অসুবিধায়। তাঁদের সহায়তা প্রদানের মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই সমাজসেবা অধিদফতর চালু করে হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম। এই কার্যক্রমে জনসম্পৃক্ততার প্রয়োজনীয়তা উপলব্দি করে ১৯৬২ সালে হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের অধিনে প্রতিষ্ঠা করা হয় রোগীকল্যাণ সমিতি। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ৬লক্ষ অসহায় ও দুঃস্থ রোগীকে চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করে এই সমিতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। যেহেতু হাসপাতালে আসা অসচ্ছল রোগী ও পরিত্যক্ত শিশু যাদের কোন অভিভাবক থাকেনা, তাদের সহায়তায় এগিয়ে আসে রোগীকল্যাণ সমিতি। এরই ধারাবাহিকতায় জুলাই ২০২৪ থেকে জুন ২০২৫ পর্যন্ত সেবা প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা ৫৭,৮৮০ জন। এছাড়াও রোগীকল্যাণ সমিতি চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আগত অসহায়, পীড়িত, দুঃস্থ, দরিদ্র ও নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন রোগীরা যাতে চিকিৎসা সেবা যথাযথ ভাবে গ্রহন করতে পারে সে জন্য পরামর্শ, দিক নির্দেশনা এবং মনস্তাত্ত্বিক সহযোগিতাসহ বিভিন্ন ওয়ার্ডে ভর্তিকৃত গরীব অসহায় রোগীদের ঔষধ পথ্য, চিকিৎসা সামগ্রী, চশমা ও লেন্স, রক্ত, হুইলচেয়ার, ক্র্যাচ, কৃত্রিম অংগ, শীতবস্ত্র, যাতায়াত/এ্যাম্বুলেন্স ভাড়া প্রভৃতি সহায়তা প্রদান করে।

উল্লেখ্য, রোগীকল্যাণ সমিতির হতে নবনির্মিত আইসিইউ এর উন্নয়নে ৪৮টি সিরিঞ্জ পাম্প, নেফ্রোলজী বিভাগে ৪টি সিরিঞ্জ পাম্প, ২টি মনিটর, ৩টি লাইট, অক্সিজেন ফ্লো মিটার প্রদান, ফিজিক্যাল মেডিসিন বিভাগের ডিজিটাল আল্ট্রাসাউন্ড মেশিন এবং নবজাতক বিভাগ ও চক্ষু রোগ বিভাগে বিশুদ্ধ খাবার পানির ফিল্টার প্রদান করা হয়। এছাড়াও ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ২৮ জন সার্জারীর রোগী ও শারীরিক প্রতিবন্ধী কে হুইলচেয়ার, ৮ জন কে ক্র্যাচ, ৩১জন প্রতিবন্ধী শিশুকে স্পেশাল চেয়ার, শিশু রোগ বিভাগ ওয়ার্ড-৯ ও ওয়ার্ড -৮ ১১টি নেবুলাইজার মেশিন এবং ক্যান্সার ওয়ার্ড এর একজন রোডিও থেরাপি টেকনেশিয়ানের প্রতিমাসে ১০,০০০ টাকা করে বেতন প্রদান করে আসছে।

উপদেষ্টা মন্ডলী

আলহাজ্ব এম এ বাশার আবু
আলহাজ্ব শামসুল আলম শামীম
আলহাজ্ব শামসুল আলম
আলহাজ্ব মোহাম্মদ নেজাম উদ্দিন
ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আলী

কার্যকরী পরিষদ

সভাপতি (পদাধিকার বলে)
ব্রিগেডিয়া জেনারেল তসলিম উদ্দীন এমফিল এইপিএইচ
পরিচালক, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

সহ-সভাপতি
মোঃ ফরিদুল আলম (পদাধিকার বলে)
উপপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম ।
আলহাজ্ব ডা. তৈয়ব সিকদার
আলহাজ্ব এস এম মোরশেদ হোসেন
আলহাজ্ব জিয়া উদ্দিন খালেদ চৌধুরী

সাধারণ সম্পাদক (পদাধিকার বলে)
অভিজিৎ সাহা
সমাজসেবা অফিসার (১)

যুগ্ম সম্পাদক (পদাধিকার বলে)
রাশনা শারমিন
সমাজসেবা অফিসার (২)

অর্থ সম্পাদক
মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর মোস্তফা

তথ্য, প্রকাশনা ও প্রচার সম্পাদক
আলহাজ্ব হাফেজ মোহাম্মদ আমান-উল্লাহ

সাংগঠনিক সম্পাদক
ডা: এম এ মান্নান

সমাজ কল্যাণ সম্পাদক
আলহাজ্ব বোরহানা কবির

পাঠাগার সম্পাদক
আলহাজ্ব মুজিবুল হক ছিদ্দিকী

কার্যকরী সদস্য
আলহাজ্ব মাহমুদুল হাসান
আলহাজ্ব মিনু আলম
আলহাজ্ব রোকেয়া জামান
আলহাজ্ব ডাঃ এম এ জাফর
আলহাজ্ব হাফছা ছালেহ
আলহাজ্ব মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম
মোহাম্মদ আবছার উদ্দিন চৌধুরী
রাইসুল উদ্দিন সৈকত
খোরশেদ আনোয়ার চৌধুরী
জাহাঙ্গীর আলম
ই এম বেলাল
ইঞ্জিনিয়ার জাবেদ আবছার চৌধুরী
হাছান মুরাদ

সম্পাদকীয়

সমাজসেবা অধিদফতরের আওতায় পরিচালিত বিভিন্ন জনহিতকর কার্যক্রমের মধ্যে হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম একটি দৈনন্দিন সেবাধর্মী কার্যক্রম। এ কার্যক্রমের অন্যতম প্রাণশক্তি রোগীকল্যাণ সমিতি। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল রোগীকল্যাণ সমিতি অত্র হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা অসহায় দরিদ্র, অজ্ঞাতনামা ও পরিত্যক্ত শিশু রোগীদের অন্যতম আশ্রয়স্থল হিসেবে এর জন্মলগ্ন থেকেই পরিচিতি পেয়েছে। সমিতির কার্যক্রম সর্বসাধারণের মাঝে প্রকাশের লক্ষ্যে রোগীকল্যাণ সমিতির মুখপত্র রোগীকল্যাণ বার্তার ৪র্থ সংখ্যা প্রকাশে অন্যতম প্রেরণাদাতা চমেক হাসপাতালের পরিচালক ও রোগীকল্যাণ সমিতির সভাপতি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ তসলিম উদ্দিন, বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়ের পরিচালক জনাব মোহাম্মদ মিনহাজুর রহমান ও জেলা সমাজসেবা কার্যালয় চট্টগ্রামের উপপরিচালক মোঃ ফরিদুল আলম মহোদয়গণের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা। সে সাথে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ডাঃ তৈয়ব সিকদার, মাহামুদুল হাসান, জিয়াউদ্দিন খালেদ চৌধুরী, সমাজসেবা অফিসার অভিজিৎ সাহা ও রাশনা শারমিন, রশিদ আহমেদ আরশাদ ও নেজামুল হক চৌধুরীকে যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল রোগীকল্যাণ বার্তার ৪র্থ সংখ্যা। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি রোগীকল্যাণ সমিতির সকল দাতা ও শুভানুধ্যায়ী মহাপ্রাণ সমাজকর্মীদের যাঁদের আন্তরিক সহযোগিতায় রোগীকল্যাণ সমিতি তার সেবকার্য চালিয়ে যেতে সক্ষম হচ্ছে।

মহান আল্লাহতালা আমাদের সকলকে ভাল কাজের তৌফিক দান করুন। আমীন।

হাফেজ মোহাম্মদ আমান উল্যাহ
তথ্য, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক
রোগীকল্যাণ সমিতি, চমেক হাসপাতাল।

পরিচালকের বাণী

সমাজসেবা অধিদফতরের আওতাভুক্ত জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত রোগীকল্যাণ সমিতি, হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যালয়, চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল এর উদ্যোগে নিউজলেটার 'রোগীকল্যাণ বার্তা' প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এই নিউজলেটারের মাধ্যমে হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যালয়ের চলমান কর্মসুচী এবং মানবিক ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানের অবদান সম্পর্কে অগণিত পাঠকের জানার সুযোগ ঘটবে, যা প্রতিষ্ঠানটিকে অধিক কার্যকর করে তুলবে।

অসহায়, বিপন্ন, নিঃসম্বল, দুঃস্থ (পরিত্যক্ত শিশু-প্রবীণ-মহিলা- প্রতিবন্ধীসহ) রোগীদের অধিকার, সুরক্ষা, কল্যাণ ও পুনর্বাসনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন "রোগী কল্যাণ সমিতি"-র সমন্বিত উদ্যোগে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এ পর্যন্ত ছয় লক্ষাধিক রোগীকে ওষুধ, রক্ত, পোশাক, চশমা, ক্রাচ, কৃত্রিম অংগ প্রদানসহ বিভিন্ন চিকিৎসা সামগ্রী প্রদান, পরীক্ষা ব্যয়, চিকিৎসা ব্যয়ে সহায়তা, লাশ পরিবহন-সৎকার ও পুনর্বাসন সেবা প্রদান করা হয়েছে।

www.rksbd.com ওয়েবসাইট এবং চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালস্থ হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যালয় থেকে সেবাপ্রার্থীগণ রোগীকল্যাণ সংক্রান্ত সেবাসমূহের বিস্তারিত তথ্য জানতে পারেন।

সরকারি অনুদানের পাশাপাশি এসব অতীব জরুরী মহৎ কাজের অর্থায়ন হয় দান, যাকাত ও সদস্য চাঁদা থেকে। সুদীর্ঘ ৬৪ বছরেরও বেশী সময় যাবৎ যেসব অসংখ্য ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান দান, যাকাতের মাধ্যমে চরম দরিদ্র, বঞ্চিত মানুষের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে প্রশংসনীয় অবদান রেখেছেন, তাদের জানাচ্ছি বিনম্র শ্রদ্ধা।

সমাজের সবচেয়ে হতভাগা-অসহায় অংশের মানুষের স্থায়ী ভরণপোষণ, চিকিৎসা, আত্মকর্মসংস্থান ও পুনর্বাসনের জন্য সামর্থ্যবান মানবিকচেতনাধারী ব্যক্তিগণকে 'দান, যাকাত' বৃদ্ধি করতে অনুরোধ করছি।

পরিশেষে, যাদের নিরলস শ্রম ও প্রচেষ্টায় রোগীকল্যাণ সমিতি, হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যালয়, চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল এর নিউজলেটার "রোগীকল্যাণ বার্তা" প্রকাশিত হচ্ছে, তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

মোহাম্মদ মিনহাজুর রহমান
পরিচালক (উপসচিব)
বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়, চট্টগ্রাম।

শুভেচ্ছাবাণী

পেশাগত সমাজকর্মের অন্যতম শাখা হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম। এটি মূলত রোগীকল্যাণ সমিতির সহায়তায় পরিচালিত হয়ে থাকে। অসহায় রোগীদের কল্যাণে বিভিন্নমূখী কার্যক্রম পরিচালনা করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল রোগীকল্যাণ সমিতি বাংলাদেশের একটি অনন্য সমিতি হিসেবে ইতোমধ্যে বেশ পরিচিতি লাভ করেছে। জন্মলগ্ন থেকেই এই সমিতি হতদরিদ্র মানুষের চিকিৎসা সেবায় একমাত্র অবলম্বন হিসেবে তাঁদের হৃদয়ে স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠা করেছে। সমিতির সাথে জড়িত সকল সমাজকর্মীর আন্তরিক প্রচেষ্ঠায় এই সমিতি প্রতিদিন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক রোগীকে বিনামূল্যে/স্বল্পমূল্যে ঔষধ, পথ্যসহ বিভিন্ন চিকিৎসা সামগ্রী, শীতবস্ত্র, কৃত্রিম অঙ্গ, বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার খরচ প্রদানসহ অসচ্ছল রোগীর মরদেহ গোসল ও বিনামূল্যে কাফনের ব্যবস্থা করে যাচ্ছে। রোগীকল্যাণ সমিতির ৬৪ বছরের পথ চলায় যেসকল সমাজকর্মী নিরলস শ্রম ও অর্থ দিয়ে পাশে ছিলেন এবং এখনও সহায়তা অব্যাহত রেখেছেন তাঁদের সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

একাধিকবার জাতীয়ভাবে পুরস্কারপ্রাপ্ত সমিতির মূখপত্র "রোগীকল্যাণ বার্তা" র ৪র্থ সংখ্যার প্রকাশনাকে স্বাগত জানাই এবং এর প্রকাশনার সাথে জড়িত সকল সমাজকর্মীর প্রতি রইল অশেষ কৃতজ্ঞতা।

মোঃ ফরিদুল আলম
উপপরিচালক
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, চট্টগ্রাম।

পূর্ণাঙ্গ আইসিইউ সেবা চালুর শেষ বাধা দূর করল রোগীকল্যাণ সমিতি

চমেক হাসপাতাল

৫০টি আধুনিক সিরিঞ্জ পাম্প প্রদান রোগীকল্যাণ সমিতির

নিজস্ব প্রতিবেদক

সম্প্রতি ৩০ শয্যার আধুনিক আইসিইউ ওয়ার্ড চালু হয় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাস-পাতালে। আনুষঙ্গিক সকল যন্ত্রপাতি সংযোজনের পর রোগীদের সেবাদানও শুরু হয়। যদিও সংকট ছিল অতি জরুরি 'সিরিঞ্জ পাম্পে'র। আধুনিক এ যন্ত্র না থাকায় পূর্ণাঙ্গ সেবা পাওয়া থেকে বঞ্চিত ছিলেন মুমূর্ষু রোগীরা। শেষ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ সেবাদানের সে বাধা দূর হয়েছে। চমেক হাস-পাতালের আইসিইউ ওয়ার্ডের জন্য 'সিরিঞ্জ পাম্প' নামক রোগীদের অতিমূল্যবান আধুনিক ৫০টি যন্ত্র প্রদান করেছে হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতি। গতকাল শনিবার সকালে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই আধুনিক চিকিৎসাযন্ত্র হস্তান্তর করা

হয়। এই চিকিৎসাযন্ত্রের মাধ্যমে হাসপাতালের নতুন ৩০টি নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র (আইসিইউ) শয্যা পুরোপুরি চালুর ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। হাসপাতালের সম্মেলনকক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সমাজসেবা কর্মকর্তা ও রোগীকল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক অভিজিৎ সাহা সিরিঞ্জ পাম্পগুলো চমেক হাস-পাতালের আইসিইউ'র বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক মো. মো. হারুন উর রশিদকে হস্তান্তর করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাস-পাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. শামীম আহসান। তিনি রোগীকল্যাণ সমিতির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, সমাজসেবা অধিদপ্তরের বিভিন্ন কল্যাণমূলক কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম। এ কার্যক্রমের অধীন রোগীকল্যাণ সমিতি তার বৈচি ্যময় সেবার জন্য সমগ্র বাংলাদেশে ইতোমধ্যে বেশ পরিচিতি পেয়েছে। দীর্ঘদিনযাবৎ মাত্র ২০ শয্যার আইসিইউ নিয়ে আশপাশের জেলাগুলোর অসহায় রোগীদের সেবা দিয়ে আসছিল এই হাসপাতাল। আরও ৩০টি নতুন আই-সিইউ চালু করলেও পর্যাপ্ত সিরিঞ্জ পাম্প না থাকায় পূর্ণাঙ্গ সেবা দেয়া সম্ভব হচ্ছিল না। এখন রোগীকল্যাণ সমিতির সহায়তায় ৫০টি সিরিঞ্জ পাম্প পাওয়ার ফলে সে বাধাটা দূর হলো। সমাজসেবা কর্মকর্তা ও রোগীকল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক অভিজিৎ সাহা বলেন, পর্যাপ্ত সিরিঞ্জ পাম্প না থাকায় আইসিইউতে থাকা রোগীদের পূর্ণাঙ্গ সেবাদান সম্ভব হচ্ছিল না। যার ফলে মূল্যবান এসব যন্ত্র সংগ্রহ করে তা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে প্রদান করা হয়েছে। চমেক হাসপাতালের আইসিইউ'র বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক মো. হারুন-উর রশিদ বলেন, একটি ইনফিউশন পাম্পযা রোগীর শরীরে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে, পুষ্টি বা ওষুধ যাই হোক না কেন, সঠিক পরিমাণে তরল সরবরাহ করতে সহায়তা করে। এই চিকিৎসাযন্ত্রের মাধ্যমে আইসিইউ রোগীদের চাহিদামতো স্যালাইনসহ নানা ওষুধ প্রয়োগ সম্ভব। এ যন্ত্রের সংকট ছিল। তবে সেটি এখন দূর হয়েছে। এখন থেকে রোগীদের বিশেষ সেবা দিতে সহজ হবে।

(দৈনিক পূর্বকোণ পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট)

চট্টগ্রাম মেডিকেল হাসপাতালে শিশুরোগ বিভাগ ওয়ার্ড-৯ এ তিন জন অজ্ঞাত শিশু চিকিৎসাধীন, একজন দীর্ঘ ৫ বছরের অধিক সময় ধরে, একজন ৬মাস ধরে, আরেকজনকে কয়েকমাস আগে ফেলে রেখে যায়। তাদের রোগীকল্যাণ সমিতি চমেকহা হতে খোঁজখবর ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সামগ্রী প্রদান করা হচ্ছে। এখন প্রয়োজন পূর্ণবাসন। যদি কেউ শিশু গুলোর পরিচয় পান বা নিয়ে যেতে ইচ্ছুক শিশুর আত্নীয় স্বজনদের চট্টগ্রাম মেডিকেল হাসপাতালে শিশু রোগ বিভাগ ওয়ার্ড-৯ এ বা রোগী কল্যাণ সমিতিতে যোগাযোগের অনুরোধ করা গেলো।

জাতীয় সমাজসেবা দিবস ২০২৪

সমাজসেবায় বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ সম্মাননা স্মারক প্রাপ্ত হন রোগী কল্যাণ সমিতির কার্যকরী পরিষদের সদস্য আলহাজ্ব মাহমুদুল হাসান।

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ রোগী কল্যাণ সমিতি

এক সমিতি, ৫ লাখ মানুষের হাসির গল্প

১৯৬২ সালের ১৩ ডিসেম্বর যাত্রা শুরু করা প্রতিষ্ঠানটি ৬৪ বছরে পা দিলো। এই দীর্ঘ সময়ে সেবা দিয়েছে ৪ লাখ ৮৩ হাজার ১৮৫ জন মানুষকে।

তাসনীম হাসান

মো. আলমগীরের জীবন চলছিল ঠিকঠাক। বয়স তখনও খুব বেশি হয়নি। বিদেশে থাকতেন, আয়ও ছিল ভালো। একটু একটু করে গড়ে উঠছিল ভবিষ্যতের সঞ্চয়। স্ত্রী, দুই ছেলে-মেয়ের মুখে হাসি ফুটিয়ে রাখার নিরন্তর চেষ্টায় হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেই চলছিলেন। কিন্তু ২০১৪ সালে হঠাৎ করেই আলমগীরের চোখে দুঃস্বপ্ন নেমে এলো। কিডনি রোগ তাঁকে দেশে ফিরতে বাধ্য করে। শুরু হয় দীর্ঘ চিকিৎসা, আর সঙ্গে সঙ্গে নিঃশেষ হতে থাকে জীবনের সব সঞ্চয়। টাকা যায়, আশা যায়, আত্মসম্মানও টলে ওঠে। তবু জীবন বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা থেমে থাকে না। ২০১৭ সাল থেকে ডায়ালাইসিস হয়ে ওঠে তার নিত্যসঙ্গী। মাসে আটবার ডায়ালাইসিস, সঙ্গে পাহাড়সম ওষুধের খরচ। একসময় কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না। ধার-দেনায় হয়ে পড়েন জর্জরিত। প্রবাসী পরিচয় মুছে গিয়ে আলমগীর সন্তানদের দু'মুঠো ভাত জোগাতে স্ত্রী শামসুন নাহারকে নিয়ে হয়ে পড়েন পথের ভিখারি। যে মানুষটি একদিন পরিবার-স্বজনদের ভরসা ছিলেন, তাকেই নিরুপায় হয়ে মানুষের করুণার দিকে হাত বাড়াতে হয়। ঠিক তখনই, ২০২৩ সালে আলমগীরের জীবনে আলো হয়ে আসে চট্টগ্রাম তার মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতি। বিনামূল্যে ডায়ালাইসিসের ব্যবস্থা করে সমিতি।

একই বছরের আরেকটি দৃশ্য-ঋণের ১৬ হাজার টাকা নিয়ে কেমোথেরাপি দিতে চমেক হাসপাতালে এসেছিলেন রাঙ্গুনিয়ার কৃষক ফরিদ আহমদ। হঠাৎ তিনি বুঝতে পারেন-পকেটে টাকা নেই। আসার পথেই চুরি হয়ে গেছে। ৭০ বছর বয়সী জীর্ণ-শীর্ণ শরীরের ফরিদ যখন ছলছল চোখে চিকিৎসা ছাড়াই বাড়ি ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তখনই ভালোবাসার হাত বাড়ায় রোগী কল্যাণ সমিতি। ১৪ হাজার ৫০০ টাকায় তাকে কিনে দেওয়া হয় সব ওষুধ। কান্না মুছে হাসিমুখেই বাড়ি ফিরেন ফরিদ।

এভাবেই চমেক হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা গরিব-অসহায় ও দুস্থ রোগীদের ভরসা আর নির্ভরতার প্রতীক হয়ে উঠে রোগী কল্যাণ সমিতি। ১৯৬২ সালের ১৩ ডিসেম্বর যাত্রা শুরু করা প্রতিষ্ঠানটি আজ রোববার ৬৩ বছর পার করে ৬৪ বছরে পা দিলো। এই দীর্ঘ সময়ে সমিতিটি সেবা দিয়েছে ৪ লাখ ৮৩ হাজার ১৮৫ জন মানুষকে।

সরকারের সহায়তার পাশাপাশি ব্যক্তি পর্যায়ের দানে চলে এই সমিতির কার্যক্রম। গত ১৩ বছরের হিসেবেই দেখা যায়-এই সময়ে ৩ লাখ ৭৯ হাজার ৭৮২ জন রোগীকে দেওয়া হয়েছে আর্থিকসহ নানা সহায়তা। আর সেই সেবার পেছনে খরচ হয়েছে ১২ কোটি ৭৬ লাখ ৪৩ হাজার ২৩৫ টাকা। প্রতিদিন গড়ে শতাধিক রোগীর পাশে দাঁড়াচ্ছে এই সমিতি।

টঙ্গী থেকে ট্রেনে সম্প্রতি চট্টগ্রাম আসার পথে দুর্ঘটনায় মাথায় আঘাত পায় এই অজ্ঞাতনামা শিশুটি। পরে শিশুটির ঠিকানা হয় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। সেই শিশুটির পাশে দাঁড়ায় রোগী কল্যাণ সমিতি

বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষার প্রতিবেদন বলছে, একটি পরিবারের মাসিক আয়ের ৯ শতাংশ চলে যায় চিকিৎসা খাতে। কিন্তু দরিদ্র পরিবারগুলোর ক্ষেত্রে তা বেড়ে দাঁড়ায়-প্রায় ৩৫ শতাংশে। পরিবারের উপার্জনক্ষম মানুষটি অসুস্থ হলে বন্ধ হয়ে যায় আয়ের সব পথ। তখন চিকিৎসা তো দূরের কথা, সংসার চালানোই হয়ে ওঠে দুঃসাধ্য। ঠিক সেই অসময়ের বন্ধু হয়ে সহায়তা করে রোগী কল্যাণ সমিতি।

রোগীকে শুধু আর্থিক সহায়তাই নয়, সমিতির উদ্যোগে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় চমেক হাসপাতালের নানা বিভাগে উন্নয়ন কার্যক্রম হয়েছে। বহু রোগী পেয়েছেন পুনর্বাসনের সুযোগ। অজ্ঞাতনামা রোগীদেরও আপন করে নিয়েছে এই সমিতি। এমনকি হারিয়ে যাওয়া অনেক রোগীকে চিকিৎসা শেষে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে তাদের স্বজনদের কাছে।

মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে এই সমিতি ও এর সাধারণ সম্পাদক সমাজসেবা অফিসার অভিজিৎ সাহা বহুবার পেয়েছেন রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতিও।

জানতে চাইলে অভিজিৎ সাহা পূর্বকোণকে বলেন, 'সরকারি সহায়তা আর মানুষের দানে আমাদের পথচলা। এখন পর্যন্ত প্রায় ৫ লাখ অসহায় রোগী আমাদের সেবা পেয়েছে। ভবিষ্যতেও আমরা মানুষের পাশে থাকতে চাই। রোগীকল্যাণ সমিতিতে দান করলে আয়কর রেয়াতও পাওয়া যায়-তাই সবাই এগিয়ে এলে আরও অনেক জীবন বাঁচানো সম্ভব।'

চমেক হাসপাতালের করিডোরে প্রতিদিন হাজারো মানুষের আনাগোনা। কেউ ছোটেন বাঁচার আশায়, কেউ কষ্ট বয়ে নিয়ে। সেই ভিড়ের মাঝেই নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে আলো ছড়ানো রোগী কল্যাণ সমিতি। যে প্রতিষ্ঠানটি নিত্য শিখিয়ে চলছে-'অসহায় মানুষের মুখে হাসি ফোটানোই আমাদের কাজ!'

(দৈনিক পূর্বকোণ পত্রিকায় প্রকাশিত)

১৯৬২ সালের ১৩ ডিসেম্বর যাত্রা শুরু করা প্রতিষ্ঠানটি ৬৪ বছরে পা দিলো। এই দীর্ঘ সময়ে সেবা দিয়েছে ৪ লাখ ৮৩ হাজার ১৮৫ জন মানুষকে।

পরিবারগুলোর ক্ষেত্রে তা বেড়ে দাঁড়ায়-প্রায় ৩৫ শতাংশে। পরিবারের উপার্জনক্ষম মানুষটি অসুস্থ হলে বন্ধ হয়ে যায় আয়ের সব পথ। তখন চিকিৎসা তো দূরের কথা, সংসার চালানোই হয়ে ওঠে দুঃসাধ্য। ঠিক সেই অসময়ের বন্ধু হয়ে সহায়তা করে রোগী কল্যাণ সমিতি।

রোগীকে শুধু আর্থিক সহায়তাই নয়, সমিতির উদ্যোগে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় চমেক হাসপাতালের নানা বিভাগে উন্নয়ন কার্যক্রম হয়েছে। বহু রোগী পেয়েছেন পুনর্বাসনের সুযোগ। অজ্ঞাতনামা রোগীদেরও আপন করে নিয়েছে এই সমিতি। এমনকি হারিয়ে যাওয়া অনেক রোগীকে চিকিৎসা শেষে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে তাদের স্বজনদের কাছে।

মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে এই সমিতি ও এর সাধারণ সম্পাদক সমাজসেবা অফিসার অভিজিৎ সাহা বহুবার পেয়েছেন রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতিও।

জানতে চাইলে অভিজিৎ সাহা পূর্বকোণকে বলেন, 'সরকারি সহায়তা আর মানুষের দানে আমাদের পথচলা। এখন পর্যন্ত প্রায় ৫ লাখ অসহায় রোগী আমাদের সেবা পেয়েছে। ভবিষ্যতেও আমরা মানুষের পাশে থাকতে চাই। রোগীকল্যাণ সমিতিতে দান করলে আয়কর রেয়াতও পাওয়া যায়-তাই সবাই এগিয়ে এলে আরও অনেক জীবন বাঁচানো সম্ভব।'

চমেক হাসপাতালের করিডোরে প্রতিদিন হাজারো মানুষের আনাগোনা। কেউ ছোটেন বাঁচার আশায়, কেউ কষ্ট বয়ে নিয়ে। সেই ভিড়ের মাঝেই নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে আলো ছড়ানো রোগী কল্যাণ সমিতি। যে প্রতিষ্ঠানটি নিত্য শিখিয়ে চলছে-'অসহায় মানুষের মুখে হাসি ফোটানোই আমাদের কাজ!'

(দৈনিক পূর্বকোণ পত্রিকায় প্রকাশিত)

বাহুল্য বর্জন করে দরিদ্র রোগীদের সহায়তা করুন

৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর

রোগীকল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও সমাজসেবা অফিসার অভিজিৎ সাহা। তিনি বিগত এক বছরের একটি হিসাব সভায় উপস্থাপন করে জানান রোগীদের চিকিৎসা ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় অসহায় দরিদ্র রোগীরা ঔষধ ক্রয়ে হিমসিম খাচ্ছে। স্বল্প আয়ের মানুষটি যখন নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন তার পরিবারের অবস্থা একটু কল্পনা করলেই উপলব্ধি করা যায়। এসএম মোরশেদ হোসেন ও হাফেজ মোহাম্মদ আমানউল্ল্যাহর সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় বিশেষ আলোচক ছিলেন প্রফেসর শফিউর রহমান ও প্রফেসর নঈম কাদের। আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মুজিবুল হক সিদ্দিকী, মিনু আলম, রোকেয়া জামান, হাফছা সালেহ, নজরুল ইসলাম, আবছার উদ্দিন চৌধুরী, জাহাঙ্গীর আলম, হাসান মুরাদ সহ সমিতির সকল আজীবন সদস্য, দাতা ও শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তিবর্গ।

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসা সেবা উন্নয়নে সব সময় পাশে রয়েছে

রোগী কল্যাণ সমিতি চমেকহা

রোগীকল্যাণ সমিতির পক্ষ হতে মেসার্স তাহের ব্রাদার্স লিঃ এর সৌজন্যে নিউরো মেডিসিন বিভাগ ওয়ার্ড-১৮ তে রোগীর চিকিৎসার সুবিধার্থে ৬টি HDU Bed I Monitor প্রদান করা হয়। উপস্থিত ছিলেন রোগীকল্যাণ সমিতির সাবেক সভাপতি ও চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের তৎকালীন পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শমীম আহসান এমপি এইচ, নিউরো মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর ডা. মো: হাসানুজ্জামান, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সহকারী পরিচালক ডাঃ সাহিদা আক্তার, রোগী কল্যাণ সমিতির সহ-সভাপতি ডাঃ তৈয়ব সিকদার, রোগী কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও সমাজসেবা অফিসার অভিজিৎ সাহা, রোগী কল্যাণ সমিতির তৎকালীন পাঠাগার সম্পাদক আলহাজ্ব জিয়া উদ্দিন খালেদ চৌধুরী, কার্যকরী পরিষদের সদস্য আলহাজ্ব মুজিবুল হক ছিদ্দিকী, মেসার্স তাহের ব্রাদার্স লিঃ এর প্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট বিভাগের চিকিৎসক বৃন্দ।

দীর্ঘ মেয়াদী থ্যালাসেমিয়া রোগীদের নিয়মিত ঔষধ পথ্য পরীক্ষা নিরিক্ষা সহায়তা

চট্টগ্রাম জেলা ও পাশ্ববর্তী সকল জেলার বিভিন্ন উপজেলা থেকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা থ্যালাসমিয়া রোগীদের নিয়মিত ঔষধ পথ্য পরীক্ষা নিরিক্ষা সহায়তা করে আসছে রোগীকল্যাণ সমিতি।

মোঃ সাব্বির বয়সঃ ১২বছর ধর্মঃ ইসলাম পিতা : আবুল কালাম পেশাঃ দিনমজুর মাতা: দিলোয়ারা বেগম পেশাঃ গৃহিনী, ঠিকানাঃ হিতালা, রাউজান, চট্টগ্রাম। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওয়ার্ড - ০৯ চিকিৎসাধীন একজন থ্যালাসেমিয়া রোগী, রোগীর বাবা দিনমজুর হওয়ায় 'সংসার চালাতেই হিমশিম খেতে হয় তার । এর মধ্যে ছেলের দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা খরচ চালাতে হচ্ছে। গ্রামের আশেপাশে উন্নত চিকিৎসাকেন্দ্র এবং সাহায্য করার মতো ব্যক্তি না থাকায় দীর্ঘদিন যাবৎ চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসারত রয়েছে। প্রতি মাসে চট্টগ্রাম মেডিকেল হাসপাতালে ভর্তি হয়ে রোগী কল্যাণ সমিতি থেকে সেবা পাচ্ছে।

এভাবে রহিম, কসুম, বিলকিস বেগম, মুনতাহা, কায়েস, রিয়াদ, ফাহিমের মত দীর্ঘ মেয়াদী থ্যালাসেমিয়া রোগীদের নিয়মিত ঔষধ পথ্য পরীক্ষা নিরিক্ষা সহায়তা করে যাচ্ছে রোগীকল্যাণ সমিতি।

রোগীকল্যাণ সমিতির ইফতার মাহফিলে বক্তারা

বাহুল্য বর্জন করে দরিদ্র রোগীদের সহায়তা করুন

রোগীকল্যাণ সমিতি আয়োজিত "রোগীকল্যাণে যাকাত এর অর্থ ব্যবহার" শীর্ষক আলোচনা সভা ও যাকাত সংগ্রহ অনুষ্ঠান।

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যালয়াধীন রোগীকল্যাণ সমিতি আয়োজিত "রোগীকল্যাণে যাকাতের অর্থের ব্যবহার" শীর্ষক আলোচনা সভা ও যাকাত সংগ্রহ অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন আমরা বিভিন্ন কাজে প্রয়োজনের তুলনায় ব্যয় করি অনেক বেশি। যাকাত প্রদানের ক্ষেত্রেও বিবেচনা করি না কোথায় যাকাত দেয়া উত্তম। সবধরনের বাহুল্য বর্জন করে, ব্যয় সীমিত করে অসহায় দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসায় সহায়তা করা উচিত। যাকাত প্রদানের ক্ষেত্রেও অসহায় দরিদ্র রোগীর চিকিৎসা ও জীবন বাঁচানোকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা উচিত। দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসা সহায়তায় ১৯৬২ সাল থেকে কাজ করে আসছে রোগীকল্যাণ সমিতি। অসহায় রোগী, পরিত্যক্ত শিশু ও অজ্ঞাতনামা রোগীদের কল্যাণে রোগীকল্যাণ সমিতির তহবিল সমৃদ্ধ করতে সকল শ্রেণী পেশার মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। রোগীকল্যাণ সমিতি, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সভাপতি ও চমেক হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. তসলিম উদ্দীন এর সভাপতিত্বে গত বছরের ৮ মার্চ অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সমাজসেবা অধিদফতর চট্টগ্রামের তৎকালীন বিভাগীয় পরিচালক কাজী নাজিমুল ইসলাম, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) মো. শহীদুল ইসলাম, সিভিল সার্জন ডা. মো, জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, প্রফেসর ডা. আবদুস সাত্তার, সমাজসেবা অধিদফতরের সহকারী পরিচালক মো. জসীম উদ্দিন, ডা. তৈয়ব সিকদার, অর্থ সম্পাদক জাহাঙ্গীর মোস্তফা, ডা. মো. আবু জাফর, ডা. আবদুল মান্নান, খোরশেদ আনোয়ার চৌধুরী, অধ্যক্ষ ড. মোহাম্মদ সানাউল্যাহ, এমদাদুল আজিজ চৌধুরী প্রমুখ। হাফেজ মোহাম্মদ আমান উল্ল্যাহর পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হওয়া অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন

৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় হতে ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হার্ট ও থ্যালাসেমিয়া রোগীর জন্য বরাদ্দ কৃত অর্থ হতে আজ রোগীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রত্যেক রোগীদের মাঝে ৫০,০০০/- টাকা করে আর্থিক সহায়তার চেক প্রদান।

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের অতিরিক্ত পরিচালক (উপসচিব) জনাব মো: মুখলেসুর রহমান এর চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যালয় ও রোগীকল্যাণ সমিতির কার্যালয় ও কার্যক্রম পরিদর্শন। সংগে ছিলেন জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের সম্মানিয় উপপরিচালক জনাব মো: ফরিদুল আলম, সহকারী পরিচালক জনাব মো: জসিম উদ্দিন, জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণ।

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল রোগী কল্যাণ সমিতির কার্যকরী পরিষদের নিয়মিত সভা।

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের দুঃস্থ দরিদ্র ও অসহায় প্রতিবন্ধী রোগীদের জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র চট্টগ্রাম থেকে প্রাপ্ত ১০টি হুইলচেয়ার রোগী কল্যাণ সমিতি চমেকহা হতে রোগীদের মাঝে প্রদান।

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নবজাতক বিভাগ ওয়ার্ড-৩২এ রোগী কল্যাণ সমিতি চমেকহার মাধ্যমে জনাব আলমগীর পারভেজ এর ২টি Szringe Pump. ২টি Patient Monitor. ২টি Phototheraphy Machine. ২০টি Oxygen Flowmeter প্রদান।

দীর্ঘ ৮ বছর ধরে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন দুঃস্থ দরিদ্র ও অসহায় সীতাকুন্ডবাসী রোগীদের চিকিৎসায় আর্থিক সহায়তা করে আসছে মোঃ নাছির উদ্দিন মেমোরিয়াল ট্রাস্ট (Pacific Jeans Foundation).

জাতীয় সমাজসেবা দিবস উপলক্ষ্যে রোগী কল্যাণ সমিতি হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে রোগীকল্যাণ সমিতির পক্ষ হতে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগে চিকিৎসাধীন দুঃস্থ রোগীদের মাঝে শীতবস্ত্র হিসেবে কম্বল এবং হুইল চেয়ার, ক্র্যাচ বিতরণ।

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চক্ষুরোগ বিভাগ ওয়ার্ড-২০ এ রোগীকল্যাণ সমিতির বিশুদ্ধ খাবার পানির ফিল্টার স্থাপন।

রোগীকল্যাণ সমিতির কার্যক্রমের কিছু স্থির চিত্র

রোগীকল্যাণ বার্তা

Web Site : www.rksbd.com
https//www.রোগী কল্যাণ সমিতি চমেকহা...
E-mail : rksctg2015@ gmail.com

লায়লা বেগম - এক অসহায় ক্যান্সার রোগীর না বলা গল্প

চট্টগ্রাম মহানগরীর পতেঙ্গা থানা এলাকায় বসবাসরত অশিতিপর বৃদ্ধা লায়লা বেগম। কোন এক সাহেবের (রোগীর ভাষায়) টুকটাক কাজ করে দেয়ার শর্তে তাঁর বাসার বারান্দায় মাথা গোঁজার ঠাঁই হয় তার। ৮০ বয়সোর্ধ বিধবা লায়লা বেগমের স্বামী মারা যান ২০১১ সালে। নিঃসন্তান লায়লা বেগমের দু'বেলা আহার জোটে মাছঘাটায় মাছ বাছাই করে। বিধাতা মনে হয় এতেও সন্তুষ্ট নন। ২০১৩ সালে ধরা পড়ে ব্রেস্ট ক্যান্সার। রোগীর আর্থিক অবস্থা এমনিতেই শোচনীয় তার উপর মরণব্যাধি ক্যান্সার চিকিৎসা। সহায় সম্বলহীন, স্বামী-সন্তান আত্মীয় পরিজনহীন নিঃসঙ্গ এক বৃদ্ধা। প্রিয় পাঠক এমন অবস্থানে নিজেকে একবার ভাবুন। তিনি অনেক ভেবে চিন্তে ঠিক করলেন চিকিৎসা না নিয়ে যতদিন বাঁচা যায় ততদিন বাঁচবেন। কিন্তু বিধি বাম। ক্যান্সার জেঁকে বসে তাঁর শরীরে। প্রচন্ড ব্যাথায় টিকতে না পেরে ছুটে আসেন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। চিকিৎসা চলে ক্যান্সার ওয়ার্ডে। ডাক্তারদের সহায়তায় বিভিন্ন পরীক্ষা নীরিক্ষার পর সিদ্ধান্ত এলো কেমো থেরাপি নিতে হবে। নিঃসম্বল লায়লা বেগমের মাথায় যেন সমস্ত আকাশটাই ভেঙ্গে পড়ল। আবার অনিশ্চিত যাত্রা। এবার সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের চিকিৎসক নিজেই যোগাযোগ করিয়ে দিলেন হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতির সাথে।

রোগীকল্যাণ সমিতির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা রোগীর সাথে কথা বলে তাঁর অসহায়ত্ব সম্পর্কে জ্ঞাত হন এবং রোগীকে তাঁর চিকিৎসার পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতার আশ্বাস দেন। সেই থেকে লায়লা বেগমের যাবতীয় চিকিৎসা ব্যয় চালিয়ে যাচ্ছে রোগীকল্যাণ সমিতি।

ব্রেস্ট ক্যান্সার আক্রান্ত লায়লা বেগম বেশ কয়েকটি কেমো থেরাপির পর তাঁর অপারেশন করা হয়। অপারেশন পরবর্তী আবার রেডিও থেরাপি এবং দীর্ঘদিন পর আবারও কেমো থেরাপি নিতে হচ্ছে তাকে। তবে এখন অনেক ভাল আছেন লায়লা বেগম। এরকম হাজারো লায়লা বেগমের পাশে থাকুন আপনিও। অর্জন করুন শ্রষ্টার অশেষ রহমত।

অন্ধকারের প্রাচীর ভেঙে আলোর পথে শিশু আবদুল্লাহ

মহেশখালীর লোনা জল আর পলিমাটিতে বেড়ে ওঠা শিশু আবদুল্লাহর অদম্য জীবনযুদ্ধে আজ চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নিউরোসার্জারি বিভাগের প্রতিটি প্রাঙ্গণে আশার গুঞ্জন তুলছে। সাড়ে পাঁচ বছরের এই ছোট্ট প্রাণটির অন্ধকার জয় করে ফেরার গল্পটি এখন কেবল একটি চিকিৎসা-সাফল্য নয়, বরং জীবন ফিরে পাওয়ার এক অনন্য মহাকাব্য। গত ছয়টি মাস আবদুল্লাহর পরিবারের জন্য ছিল এক দুঃস্বপ্নের মতো। অসহ্য মাথাব্যথা আর দিনে ৩-৪ বার তীব্র বমি (Projectile vomiting) শিশুটির স্বাভাবিক শৈশবকে কেড়ে নিয়েছিল। অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে ওঠে যখন গত এক মাসে তার দৃষ্টিশক্তি ক্রমশ ঝাপসা হতে থাকে। ভর্তির মাত্র ১০ দিন আগে আবদুল্লাহ তার চারপাশের রঙিন পৃথিবীকে চিরতরে হারিয়ে ফেলে; সে পুরোপুরি অন্ধ হয়ে যায়। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তির পর উন্নত ইমেজিং (CT Scan I MRI) পরীক্ষায় ধরা পড়ে তার মস্তিষ্কে বাসা বেঁধেছে একটি বিশাল আকারের ক্র্যানিওফ্যারিঞ্জিওমা (Craniopharyngioma)। এটি মস্তিষ্কের গুরুত্বপূর্ণ অংশ 'অপটিক কায়াজম' (দৃষ্টি স্নায়ুর সংযোগস্থল) এর ওপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করেছিল এবং মস্তিষ্কের প্রধান প্রধান রক্তনালীগুলোর (ACA ও MCA) সাথে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে লেগে ছিল। এই জটিল অপারেশন ও পরবর্তী ফলোআপ করার জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের নিউরো সার্জারি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. ওমর ফারুক ও তার সার্জিক্যাল টিম, এনস্থেশিয়া বিভাগের ডাক্তার এবং অপারেশন পরবর্তী নিউরো এইচ ডি ইউ এর স্টাফদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

অস্ত্রোপচার পরবর্তী প্রথম দিন থেকেই আবদুল্লাহর শারীরিক অবস্থার উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। তবে সবচেয়ে অলৌকিক ও ইতিবাচক পরিবর্তনটি দৃশ্যমান হয় অস্ত্রোপচারের পঞ্চম দিনে। যে শিশুটি পুরোপুরি দৃষ্টিহীন অবস্থায় হাসপাতালে এসেছিল, সে এখন আলো অনুভব করতে পারছে (Perception of light)। তার চোখের পিউপিল এখন আলোর প্রতি সাড়া দিচ্ছে, যা চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় একটি বিশাল সাফল্য এবং পূর্ণ দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়ার প্রথম সোপান। আবদুল্লাহর বর্তমান অবস্থা স্থিতিশীল।

শুধু প্রয়োজন একটু ত্যাগ স্বীকার
একটুখানি সহৃদয়তা

মানুষের প্রতি বিশ্বাস আর ভালোবাসাই
মানুষের সবচেয়ে বড় অবলম্বন

আপনার দান ও যাকাতের অর্থ প্রেরণ করতে পারেন

তহবিলের নাম	হিসাব নং	ব্যাংকের নাম
রোগীকল্যাণ সমিতি (দান হিসাব) ঃ	হিসাব নং ঃ০২০০০০২৯৭৬৬৪২	অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড মেডিকেল কলেজ শাখা, চট্টগ্রাম
	হিসাব নং ঃ ১৪২২৩০১০০০০০০৪৪৫	ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড মেডিকেল কলেজ শাখা, চট্টগ্রাম
রোগীকল্যাণ সমিতি (যাকাত হিসাব) ঃ	হিসাব নং ঃ০২০০০০৩০৪৬০১৩	অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড মেডিকেল কলেজ শাখা, চট্টগ্রাম
	হিসাব নং ঃ ১৪২২৩০১০০০০০০১৪৮	ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড মেডিকেল কলেজ শাখা, চট্টগ্রাম

যোগাযোগ

সভাপতি : রোগীকল্যাণ সমিতি
মোবাইল : +৮৮০ ০১৭৬৯২৪৭৫৬৮
ফোন : ০২৩৩৩৩৬৬০৩৭

সাধারণ সম্পাদক : রোগীকল্যাণ সমিতি
ওয়ার্ড নং-৭, কক্ষ নং-২৪৯, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ, হাসপাতাল
মোবাইল : +৮৮০ ০১৭০৮৪১৪৬০৪, ফোন : ০২৩৩৩৩৬৬০৩৭

রোগীকল্যাণ সমিতি
হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যালয়
চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বাংলাদেশ
www.rksbd.com

ঈশচয”ঔ ঃ কসংচঠকপূঔৎ প্তাালঔচং মোহাম্মদ তসলিম উদ্দীন, শকৎণঔঁএ, ণচড়এ ুঔীশঔভঔঁডড মোহাম্মদ মিনহাজুর রহমান, কসহঔঠখ্ শকৎণঔঁএ, ািড়ঔাচীসঔ ওকরযষভৎডড
মো: ফরিদুল আলম, ঈশ-শকৎণঔঁএ, প্তাাঁঔ ািড়ঔাচীসঔ এঔঢ়ঃঔঁ, ণ্ঠক্সঔড়ডড পঔ: ভৈূস কীএয়ঔৎ, ািহঔশকভ, প্তৎঔঠখ এঁয়ঔব ািকড়কভডড
ওঔুঁঔাষ্ঠ প্তসঔঽঔলঔ এঞকসৎ, ওঔুঁঔাষ্ঠ কাৃঔঈক্যল টঔচঁয প্তণজরগৎখ, ওঔুঁঔাষ্ঠ ড়গকাসগঁ এ কতক্যএখ, ওঔুঁঔাষ্ঠ কড়লগ ওঔঁড়ডড
সম্পাদনা পরিষদ ঃ হাফেজ মোহাম্মদ আমান উল্লাহ, মাহমুদুল হাসান, অভিজিৎ সাহা, রাশনা শারমিন, রশিদ আহমদ এরশাদ, মোহাম্মদ নেজামুল হক চৌধুরী, মুহাম্মদ রেজাউল করিম।
প্রকাশক ঃ রোগীকল্যাণ সমিতি, হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যালয় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এর পক্ষে মাহমুদুল হাসান। প্রকাশক কর্তৃক স্বত্ত সংরক্ষিত।